কোরআন ও বাইবেলে মৃত্যু পরবর্তী জীবন ও হিসাব গ্রহণ

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে **"কোরআন ও বাইবেলে মৃত্যু পরবর্তী জীবন ও হিসাব গ্রহণ"**।

পবিত্র কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়লা ইরশাদ করেন:

১। প্রত্যেক ব্যক্তিই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কেয়ামতকালে তোমাদের কাজের প্রতিদান তোমাদের পুরোপুরি দেয়া হবে।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ اَلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ اَلنَّارِ وَأُدْخِلَ اَلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما اَلْحَيَاةُ اَلدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ اَلْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে । কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হইবে । যাহাকে অগ্নি হইতে দূরে রাখা হইবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হইবে সে- ই সফলকাম এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয় । সূরা আলে ইমরান ৩ঃ ১৮৫

২। শিংগায় প্রথম ফুৎকারে আকাশ ও পৃথিবীর সবাই মরে পড়ে যাবে। পরবর্তী ফুৎকারে সবাই জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে।

وَنُفِخَ فِي اَلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي اَلأَرْضِ إِلاَّ مَن شَآءَ اَللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿٦٨﴾

এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, ফলে যাহাদেরকে আলাহ্ ইচ্ছা করেন তাহারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হইয়া পড়িবে । অতঃপর আবার শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তৎক্ষণাৎ উহারা দণ্ডায়মান হইয়া তাকাইতে থাকিবে । সূরা যুমার ৩৯ঃ ৬৮

৩। কেয়ামতকালে আমরা স্থাপন করবো ন্যায় বিচারের দন্ড। তখন কারো প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।

وَنَضَعُ اَلْمَوَازِينَ اَلْقِسْطَ لِيَوْمِ اَلْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾

To learn more click here

এবং কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করিব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড । সুতরাং কাহারও প্রতি কোন অবিচার করা হইবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবু উহা আমি উপস্থিত করিব ; হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট । সূরা আম্বিয়া ২১ঃ ৪৭

বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে

১। **ম্যাথু (Mathew) ১২: ৩৩**

তোমরা নিশ্চিত জেনে রাখো, বিচারের দিন তোমাদের সমস্ত অনর্থক / বেহুদা কথাবার্তার হিসাব নেয়া হবে। তোমাদের কথাগুলোর উপর বিচার করে তোমাদেরকে নির্দোষ অথবা দোষী সাব্যস্ত করা হবে।

২। **মার্ক (Mark) ৫: ২৮- ২৯**

ভালো কাজ করে যারা কবরে যাবে তারা সুন্দর জীবনের অধিকারী হবে। খারাপ কাজ করে যারা কবরে যাবে, তারা নিন্দিত হবে মন্দ জীবনের অধিকারী হবে।

৩। **রিভিনেশনস্ (Revelations) ২১: ৮**

ভীরু / কাপুরুষ, অবিশ্বাসী, দুশ্চরিত্র, খুনি, যৌন অনৈতিককারী, জাদুকর, মুশরিক / মুর্তি পুজক, মিথ্যাবাদী সকলেও মৃত্যুর পর সালফার (Sulphur) দ্বারা জলন্ত অগ্নিকূপে নিক্ষিপ্ত হবে।

৪। **ম্যাথু (Mathew) ১৩: ৪১- ৪৩**

পৃথিবী ধ্বংসের পরে ফেরেশতারা খারাপদেরকে ভালোদের থেকে আলাদা করে জলন্ত অগ্নিকূপে নিক্ষেপ করে, সেখান থেকে শুধু কান্না এবং দন্তঘর্ষণের (gnashing of teeth) শব্দই শোনা যাবে।

১। **ম্যাথু (Mathew) ৫: ১২**

আনন্দ এবং খুশির সংবাদ তাদের জন্য যারা দুনিয়ায় ভালো কাজ করেছে তাদের পুরস্কার জান্নাত (heaven)।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আহলে-কিতাবীদের গ্রন্থে (তাওরাত ও ইঞ্জিলের যেটুকু এখনো অবিকৃত আছে) এবং কোরআনে স্পষ্ট বলা আছে কেয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং আমাদেরকে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। দুনিয়ায় ভালো কাজ করলে আমরা জান্নাতে বসবাস করতে পারব, আর খারাপ কাজ করলে আমাদের নিশ্চিত ঠিকানা হবে জাহান্নাম, সেখানে অনন্তকাল থাকতে হবে। আসুন, আমরা কোরআন ও সহীহ হাদীসের নির্দেশ মোতাবেক দুনিয়ায় ভালো কাজ করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

To learn more click here